UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৫

September-October 2015

২৮তম বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

Volume-XXVIII, No. IX & X

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সত্তরতম অধিবেশন ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুরু হচ্ছে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে উদ্বোধনী অধিবেশনের পর শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে বোরবার ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলন শুরু হবে যাতে ২০১৫ সালের শেষে সমাপ্য জাতিসংঘের দারিদ্র্যবিরোধী লক্ষ্যমাত্রা সংবলিত যুগান্তকারী মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এমডিজি) সাফল্য ও তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ভিত্তিতে নতুন এক গুচ্ছ স্থিতিশীলতা ব্যবস্থার প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সম্মতি জানাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ আলোচনা সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে সোমবার ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে, যাতে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন জাতীয় প্রতিনিধি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য সমবেত হবেন।

বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আলোচনা, নীতিনির্ধারণী ও প্রতিনিধি অঙ্গ সংগঠন হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা অধিকার করে রয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদ সনদের আওতায় আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর বহুপক্ষীয় পূর্ণাঙ্গ আলোচনার একটি অনবদ্য ফোরাম। পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের মান নির্ধারণ ও গ্রন্থভুক্তির প্রক্রিয়ায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিষদ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এবং এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী অধিবেশনে মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

পরিষদ তার আওতার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর কাছে সুপারিশ করতে পারে। পরিষদ এমন সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও আইনি বিষয়েরও সূচনা করেছে, যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সামনে প্রভাব বিস্তার করেছে। ২০০০ সালে গৃহীত যুগান্তকারী মিলেনিয়াম ঘোষণা এবং ২০০৫ সালের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতি দলিল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচন : মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন এগিয়ে নেয়া; আমাদের অভিন্ন পরিবেশ রক্ষা, আফ্রিকায় বিশেষ প্রয়োজন পূরণ এবং জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঊনসত্তরতম

অধিবেশনের সময় সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন চলাকালে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে আন্তঃসরকারি আলোচনার একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ :

- ☐ জাতিসংঘের বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো চাঁদার হার নির্ধারণ করে;
- ☐ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য নির্বাচন এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে মহাসচিব নিয়োগ করে;
- ☐ নিরস্ত্রীকরণসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা বিবেচনা ও সুপারিশ করে;
- ☐ নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করে;
- ☐ এই একই ব্যতিক্রম ব্যতীত জাতিসংঘ সনদের আওতায় যে কোনো অঙ্গ সংগঠনের ক্ষমতা ও কাজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করে;
- ☐ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে, গবেষণার সূচনা ও সুপারিশ করে; আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন ও গ্রন্থভুক্তি, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালায় ও সুপারিশ করে;
- ☐ দেশগুলোর মৈত্রীয় সম্পর্ক ব্যাহত করতে পারে এ ধরনের যে কোনো পরিস্থির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করে;
- ☐ নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট বিবেচনা করে।

শান্তির প্রতি কোনো হুমকি সৃষ্টি, শান্তিভঙ্গ হওয়ার বা কোনো আগ্রাসনের ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের কোনো স্থায়ী সদস্যের নেতিবাচক ভোটের কারণে তা ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদও ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বরে 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিষয়টি তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার সদস্যদের কাছে সুপারিশ করতে পারে।

ঐকমত্যের অন্বেষায়

সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিটির একটি করে ভোট রয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তা, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নির্বাচন এবং বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশের মতো নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ করা হয়, যাতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরকার হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, এর মাধ্যমে পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জোরদার হচ্ছে। প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে পৌঁছার পর সভাপতি কোনো প্রস্তাব ভোট ব্যতীত গ্রহণ করার প্রস্তাব দিতে পারেন।

সাধারণ পরিষদের কাজ সঞ্জীবিত করা

সাধারণ পরিষদের কাজ আরো গুরুত্ববহ ও প্রাসঙ্গিক করার একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। আটান্নতম অধিবেশনে এটাকে একটা অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে এজেন্ডা প্রণালিবদ্ধ করা, প্রধান কমিটিগুলোর চর্চা ও কাজের ধারা উন্নয়ন, সাধারণ কমিটির ভূমিকা জোরদার করা, সভাপতি ভূমিকা ও কর্তৃত্ব জোরালো করা এবং মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় পরিষদের ভূমিকা পরীক্ষা করে দেখা অব্যাহত রয়েছে।

ষাটতম অধিবেশনে পরিষদ একটি পূর্ণ বিবরণী গ্রহণ করে (২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের ৬০/২৮৬ সংখ্যক প্রস্তাবের সঙ্গে পরিশিষ্ট হিসেবে সংযুক্ত), যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চলতি কোনো বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয় আলোচনা অনুষ্ঠানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সাধারণ পরিষদকে সঞ্জীবিত করা বিষয়ক অ্যাডহক কার্যগ্রুপের সুপারিশকৃত এই পূর্ণ বিবরণীতে এসব মিথস্ক্রিয় আলোচনার প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করার জন্য সভাপতির প্রতি আহ্বান জানানো

হয়েছে। ঊনসত্তরতম অধিবেশন চলাকালে নারীর লৈঙ্গিক সমতা এগিয়ে নেয়া ও ক্ষমতায়ন; সহনশীলতা ও নিষ্পত্তি এগিয়ে নেয়া, যুব বিষয়ক বিশ্ব জরুরি কর্মসূচির ২০তম বার্ষিকী ও বিশ্বের মাদক সমস্যাসহ ব্যাপক বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিপাদ্যভিত্তিক মিথস্ক্রিয় আলোচনার আয়োজন করা হয়।

সাধারণ পরিষদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মহাসচিবের সাম্প্রতিক কাজকর্ম ও সফর সম্পর্কে সদস্য দেশগুলোকে সময়ে সময়ে ব্রিফ করা তাঁর জন্য একটা প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এসব ব্রিফদান মহাসচিব এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিনিময়ের জন্য সাদরে বরণ করে নেয়া একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং তা সত্তরতম অধিবেশনেও অব্যাহত থাকতে পারে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন

কাজ সঞ্জীবিত করার চলমান প্রক্রিয়ার ফলে এবং কার্যপ্রণালি বিধি অনুসারে প্রধান কমিটিগুলোর এবং কমিটিগুলো ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্যে সমন্বয় ও কাজের প্রস্তুতি আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ এখন নতুন অধিবেশন শুরু হওয়ার কমপক্ষে তিন মাস আগে তার সভাপতি ও সহসভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন করে।

সাধারণ কমিটি

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও ২১ জন সহসভাপতি এবং ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ কমিটি পরিষদের কাছে এজেন্ডা গ্রহণ, এজেন্ডার বিষয় বণ্টন ও কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পর্কে সুপারিশ করে। সাধারণ পরিষদ এ বছর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অধিবেশনের খসড়া এজেন্ডা বিবেচনার জন্য বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম অধিবেশনে মিলিত হবে। পরিষদ এরপর সাধারণ কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা ও এজেন্ডা গ্রহণের জন্য শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে মিলিত হবে।

পরিচয়পত্র কমিটি

প্রত্যেক অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত পরিচয়পত্র কমিটি প্রতিনিধিদের পরিচয় সম্পর্কে পরিষদের কাছে রিপোর্ট পেশ করে।

সাধারণ আলোচনা

পরিষদের সাধারণ আলোচনা সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে সোমবার, ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। এই আলোচনায় সদস্য দেশগুলো প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতপ্রকাশের সুযোগ পায়। বায়ান্নতম অধিবেশন থেকে শুরু হওয়া রেওয়াজ অনুসারে সাধারণ আলোচনার অনতিপূর্বে সংস্থার কাজ সম্পর্কে মহাসচিব তাঁর রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন। ২০১৫ সালের ১৫ জুন ডেনমার্কের মান্যবর মি. মগেনস্ লাইকেটফ্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সত্তরতম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য হবে '৭০ বছরে জাতিসংঘ : সামনে শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের পথ'। বর্তমানে ১৯৩ সদস্যবিশিষ্ট সংস্থার কর্তৃত্ব ও ভূমিকা জোরদার করার প্রয়াসে ২০০৩ সালে সাধারণ পরিষদ এই নবপ্রবর্তন চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে আলোচনার জন্য বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচনের রেওয়াজ চলে আসছে।

সচরাচর সাধারণ আলোচনার সভাগুলো সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে।

প্রধান কমিটিগুলো

সাধারণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর পরিষদ এজেন্ডার স্বতন্ত্র বিষয়গুলো বিবেচনা শুরু করে। বিপুলসংখ্যক বিষয় বিবেচনা করতে হয় বলে (উদাহরণ হিসেবে, ঊনসত্তরতম অধিবেশনে এজেন্ডাভুক্ত বিষয় ছিল ১৭২টি) পরিষদ কাজের প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী বিষয়গুলো তার প্রধান ছয়টি কমিটির মধ্যে বণ্টন করে দয়। কমিটিগুলো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে এবং সচরাচর খসড়া প্রস্তাব ও সুপারিশ আকারে বিবেচনা ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সুপারিশ পেশ করে।

এরপর পৃষ্ঠা : ৬

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সংবাদ সম্মেলন : জাতিসংঘ আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল-এর বাংলাদেশ সফর

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

জাতিসংঘ ডিপার্টম্যান্ট ফর ফিল্ড সাপোর্ট-এর আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল অতুল খারে ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ সফর করেন। এ উপলক্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর অফিস যৌথভাবে প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন। আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল তাঁর বক্তব্যে শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের অবদান এবং বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনীর দক্ষতার প্রশংসা করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অতুল খারে উল্লেখ করেন শান্তি মিশনে বাংলাদেশের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পদপ্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে জনাব খারে তিনদিনের সফরে বাংলাদেশ আগমন করেন এবং সফরকালে অধিকাংশ অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে যোগ দেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রর্বাট ওয়াটকিন্স। এর আগে আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া তিনি রাজেন্দ্রপুরে অবস্থিত পিস কিপিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিপসট পরিদর্শন করেন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

জাতিসংঘ দিবস ও জাতিসংঘের ৭০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বকে জাতিসংঘের 'নীলে রাঙিয়ে দাও' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতিসংঘ দিবস ও জাতিসংঘের ৭০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকাবাসী ও জাতীয় যুব ফেডারেশন যৌথভাবে শিশুদের জন্য একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য ছিল 'বিশ্বকে জাতিসংঘের নীলে রাঙিয়ে দাও'। পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন লালবাগ কেল্লায় অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় এমপি হাজী মুহম্মদ সেলিম। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। অন্যদের মধ্যে, আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ও স্থানীয় সমাজসেবীগণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০১৫ পালিত

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-সোহাগী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'শান্তি দিবস র‍্যালির' আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, এছাড়া উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাসরিন আহমেদ, এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ, আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মনিরুজ্জামানসহ আরও অনেকে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন অডিটোরিয়াম-এ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-সোহাগী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ যৌথভাবে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। মূল প্রবন্ধে তিনি বর্তমান বিশ্বের শান্তি এবং এর নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দিনটি উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও জাতিসংঘের মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মো. মনিরুজ্জামান।

পৃষ্ঠা : ৩-এর পর

প্রধান কমিটিগুলো হচ্ছে : নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (প্রথম কমিটি); অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ও আর্থিক কমিটি (দ্বিতীয় কমিটি); সামাজিক ও মানবিক বিষয় সংক্রান্ত সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক কমিটি (তৃতীয় কমিটি); অন্য কোনো কমিটি বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আওতার বাইরে উপনিবেশ বিলোপ, নিকট প্রাচ্যে প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ সংস্থা (আনরোয়া) ও প্যালেস্টাইনি জনগণের মানবাধিকারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ কমিটি (চতুর্থ কমিটি); জাতিসংঘের প্রশাসন ও বাজেট সংক্রান্ত প্রশাসন ও বাজেট প্রণয়ন কমিটি (পঞ্চম কমিটি) এবং আন্তর্জাতিক আইনি বিষয় সংক্রান্ত আইন কমিটি (ষষ্ঠ কমিটি)।

অবশ্য প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির মতো এজেন্ডার কিছু বিষয়ে পরিষদ সরাসরি তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সাধারণ পরিষদের কার্যগ্রুপ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর আরো বিশদভাবে আলোকপাত এবং পরিষদের কার্যব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সুপরিশ করার জন্য সাধারণ পরিষদ অতীতে কার্যগ্রুপ গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সাধারণ পরিষদের কাজ সঞ্জীবিত করা বিষয়ক অ্যাডহক কার্যগ্রুপ, যা আসন্ন অধিবেশন চলাকালে তার কাজ অব্যাহত রাখবে।

আঞ্চলিক গ্রুপ

আলোচনার বাহন হিসেবে এবং পদ্ধতিগত কাজের সুবিধার্থে বিগত বছরগুলোতে সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক আঞ্চলিক গ্রুপ গড়ে উঠেছে। গ্রুপগুলো আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলো; এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো; পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো; লাটিন আমেরিকান ও ক্যারিবীয় রাষ্ট্রগুলো এবং

পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্যান্য রাষ্ট্র। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদটি আঞ্চলিক গ্রুপগুলোর মধ্য থেকে পালাক্রমে নির্বাচন করা হয়। সত্তরতম অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্যান্য রাষ্ট্রগ্রুপ থেকে সভাপতি নির্বাচন করেছে।

বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশন

নিয়মিত অধিবেশন ব্যতীত সাধারণ পরিষদ বিশেষ এবং জরুরি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে। প্যালেস্টাইন প্রশ্ন, জাতিসংঘের অর্থায়ন, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মাদক, পরিবেশ, জনসংখ্যা, নারী, সামাজিক উন্নয়ন, মানব বসতি, এইচআইভি/এইডস, জাতিবিদ্বেষ ও নামিবিয়াসহ বিশেষ মনোযোগ দেয়ার মতো বিষয়গুলোতে সাধারণ পরিষদ আজ পর্যন্ত ২৯টি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছে। আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের জরুরি কর্মসূচির ফলানুবর্তনের জন্য সাধারণ পরিষদের ২৯তম বিশেষ অধিবেশন ২০১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপত্তা পরিষদে যেসব পরিস্থিতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, সেসব পরিস্থিতি নিরসনের প্রয়াসে জরুরি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হাঙ্গেরি (১৯৫৬) সুয়েজ (১৯৫৬), মধ্যপ্রাচ্য (১৯৫৮ ও ১৯৬৭), কঙ্গো (১৯৬০), আফগানিস্তান (১৯৮০), প্যালেস্টাইন (১৯৮০ ও ১৯৮২), নামিবিয়া (১৯৮১), অধিকৃত আরব ভূখণ্ড (১৯৮২) এবং অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও অধিকৃত প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডের অবশিষ্ট অংশে ইসরাইলের অবৈধ কার্যকলাপ (১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৯)। পরিষদ গাজা সংক্রান্ত দশম জরুরি বিশেষ অধিবেশন ২০০৯ সালের ১৬ জানুয়ারি সাময়িকভাবে মূলতবি করে সদস্য দেশগুলোর অনুরোধে তা পুনরায় আহ্বান করার জন্য মহাসচিবকে ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের কার্যনির্বাহ

জাতিসংঘের কাজগুলো বহুলাংশে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় এবং যা প্রধানত এভাবে করা হয় :

- ☐ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি ও অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারের

মতো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা চালানো ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা;

- জাতিসংঘ সচিবালয় দ্বারা অর্থাৎ জাতিসংঘ মহাসচিব ও তাঁর আন্তর্জাতিক কর্মচারীবৃন্দ দ্বারা।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সত্তরতম অধিবেশনের সভাপতি

মান্যবর মি. মগেনস্ লাইকেটফ্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৫ সালের ১৫ জুন মগেনস্ লাইকেটফ্টকে সত্তরতম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করেছে। তিনি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এই নির্বাচনের সময়ে মি. লাইকেটফ্ট ডেনিস পার্লামেন্টের স্পিকার (সভাপতি) ছিলেন। এই পদে ২০১১ সাল থেকে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মি. লাইকেটফ্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ান ও সরকারের মন্ত্রী। ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেতাও ছিলেন।

১৯৮১ সাল থেকে শুরু করে সর্বমোট ১১ বছর তিনি একজন কেবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি কর বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। অতি সম্প্রতি ২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মি. লাইকেটফ্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর আগে ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালে অর্থনৈতিক সংস্কার করেন, যার ফলে কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। একই সময়ে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সক্রিয় সমর্থক ডেনমার্কের উন্নয়ন সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা নাটকীয়ভাবে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

পার্লামেন্টে মি. লাইকেটফ্ট-এর পেশাজীবন শুরু হয় ১৯৮১ সালে এবং তিনি পরপর একডজন সাধারণ নির্বাচন পেরিয়ে আসেন, যার সর্বশেষটি অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের জুনে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি পার্লামেন্টে এখন ছুটিতে আছেন।

২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের সহ-সভাপতি থাকাকালে মি. লাইকেটফ্ট ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের সরকারি হিসেব কমিটিতেও দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি ২০০৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তাঁর দলের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক মুখপাত্র ছিলেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তাঁর সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বিরোধী দলে থাকাকালে মি. লাইকেটফ্ট পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং সরকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতি ও বাজেট সংক্রান্ত প্রধান আলোচক ছিলেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ এবং পুনরায় ২০০১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর দলের পার্লামেন্ট বিষয়ক মুখপাত্রও ছিলেন।

আরও আগে মি. লাইকেটফ্ট ডেনিশ কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন ও সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ডেনিশ লেবার মুভমেন্টের অর্থনৈতিক কাউন্সিলের একটি বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

২০১০ সাল থেকে ডেনিশ টিভি ২এ মি. লাইকেটফ্ট পররাষ্ট্র বিষয়ক নিয়মিত বিশ্লেষক ও ভাষ্যকার ছিলেন। সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী অনুষ্ঠান হলেম্যান ও লাইকেটফ্ট এ প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেনিশ লিবারেল পার্টির উফে ইলেম্যান জেনসেনসহ তিনি একসঙ্গে অংশ নিয়েছেন। মি. লাইকেটফ্ট ১৯৪৬ সালের ৯ জানুয়ারি কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ পরিষদের সত্তরতম অধিবেশন চলাকালে তিনি তাঁর জীবনের ৭০ বছর অতিক্রম করবেন, যে কথাটি তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর সভাপতির পদ গ্রহণ করে বিশ্ব সংস্থায় প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেছেন। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মি. লাইকেটফ্ট অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি করেছেন। তিনি পররাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ও অর্থনীতি কর্মসংস্থানে 'ডেনিশ মডেল' ও সমাজকল্যাণের ওপর বই ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। স্ত্রী ডেনিশ সাংবাদিক ও লেখিকা মিটি হোম এবং তিনি মিলে দুটি বই লিখেছেন। তাঁর দুই কন্যা ও পাঁচ পৌত্র।

জাতিসংঘের ৭০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

২৪ অক্টোবর ২০১৫

২০৩০ সালের মধ্যে নতুন বৈশ্বিক লক্ষমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স সকল পক্ষকে এক সাথে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। জাতিসংঘের ৭০তম বর্ষপূর্তিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি (ইউএনএবি) আয়োজিত স্থানীয় একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের জাতিসংঘ সমিতির প্রেসিডেন্ট বিচারপতি ইবাদুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের মুখ্য প্রবন্ধ পেশ করেন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ড. কিউ কে আহমেদ। ইউএনএবি-এর মহাসচিব অধ্যাপক সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অন্যদের মধ্যে জাতিসংঘের কর্মকর্তা, এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ এবং ইউএনএবি-এর সদস্যগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বকে জাতিসংঘের নীলে রাঙিয়ে দাও (টার্ন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউএন ব্লু) : ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লা ও বাংলা একাডেমী ভবনে আলোকসজ্জা

২৪ অক্টোবর ২০১৫

জাতিসংঘ দিবস ও জাতিসংঘের ৭০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায়, দায়েমি ফাউন্ডেশন এবং ঢাকাবাসী যৌথভাবে ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লা ও বাংলা একাডেমী ভবন জাতিসংঘের নীল রঙে আলোকসজ্জায়িত করা হয়। পুরানো ঢাকার ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন লালবাগ কেল্লায় অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় এমপি হাজী মুহম্মদ সেলিম। এছাড়া বাংলা একাডেমীর আলোকসজ্জা অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন দায়েমি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েদ ফাইযী। অন্যদের মধ্যে, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থবৃন্দ, সমাজসেবী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা অংশগ্রহণ করে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org